الْمُتَكَبِّر

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১১তম নাম 'আল মুতাকাব্বির' আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় 'আল মুতাকাব্বির' শব্দের মূল হলো কাপ, বা, রা (ر ب ك) এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দ গুলো পবিত্র কোরআন মজিদে ১৬১ বার এসেছে। মানুষের ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা ও অহংকার বুঝাতে ও মুতাকাব্বির ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের সাতটি আয়াত রয়েছে যেখানে মানুষ 'মোতাকাব্বির' বুঝানো হয়েছে। শুধু একবার আল্লাহর ক্ষেত্রে 'আল মুতাকাব্বির' ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ: 'অতীব মহিমান্বিত', 'সর্বোচ্চ মহান', 'অহংকার ও গৌরব এর একমাত্র মালিক'।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِى لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اَللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

সূরা আল হাশর ২৩ নং আয়াত -

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনিই সর্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি শান্তিদাতা, তিনি নিরাপত্তা দাতা, তিনি একমাত্র রক্ষক, তিনি মহাশক্তিধর, তিনি প্রবল-প্রচন্ড, তিনি সর্বোচ্চ মহান। তারা (তাঁর সাথে) যাদের শরিক করে, তিনি সেগুলো থেকে পবিত্র-মহান।

ফেরাউনের দাম্ভিকতা সম্পর্কে মূসার উক্তি :

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٣٥﴾

সূরা আল মুমিন ২৭ নং আয়াত -

মুসা বললো: হিসাবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না এমন প্রত্যেক দাম্ভিক ব্যক্তি থেকে, আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করছি।

আরও ইরশাদ হচ্ছে :

وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٣٥﴾

সূরা আয্ যুমার ৬০ নং আয়াত -

কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ কারীদের দেখবে কালো। দাম্ভিকদের (উপযুক্ত) আবাস কি জাহান্নাম নয়?

মুসলিম ও তিরমিজী শরীফের হাদিস:

রাসুল সাঃ বলেন: আল্লাহ সুন্দরতম, তিনি সুন্দর কে ভালোবাসেন, উদ্ধত্য-দাম্ভিকতা, অহংকারী সত্যকে অস্বীকার করে এবং মানুষকে নিচু মনে করে।

মুসলিম শরীফের হাদিস:

রাসূল সা: বলেন: আল্লাহর জন্য যেই ব্যক্তি নিরহংকারতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে উচ্চ সম্মান দান করবেন।

সুতরাং দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা, অহংকার করা, উদ্ধত আচরণ করার কোন অধিকারই মানুষের নেই। কারণ মানুষ আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর দাস। সমস্ত অহংকার ও গৌরব এর মালিক আল মুতাকাব্বির আল্লাহ তায়ালা।

আল্লাহর এই গুনের সাথে কাউকে শরিক করে কিংবা নিজের দাম্ভিক আচরণের মাধ্যমে আমরা যেন শিরকের গুনাহে লিপ্ত না হই। শিরক্ বড় অপরাধ, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুক।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।